# দাতব্য ও আর্থিক লেনদেন

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

# দাতব্য ও আর্থিক লেনদেন

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

দাতব্য ও আর্থিক লেনদেন

**দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।**



ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

# সুচিপত্র

# স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

# কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

# ভূমিকা

নিচের ছোট বইটিতে নোবেল চরিত্রের দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে: দাতব্য এবং আর্থিক লেনদেন।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

*"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"*

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

# দাতব্য ও আর্থিক লেনদেন

## দাতব্য- ১

জামে আত তিরমিযী, 661 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, যখন একজন মুসলমান হালাল উপার্জন থেকে একটি মাত্র খেজুরের মতো সামান্য পরিমাণ দান করে, তখন মহান আল্লাহ , কিয়ামতের দিন একটি বড় পাহাড়ের সমান সওয়াব প্রদান করবে।

সর্বপ্রথম উল্লেখ্য যে, মহান আল্লাহ কেবল সেই সম্পদেই সন্তুষ্ট হন যা হালালভাবে অর্জিত হয় এবং বৈধ উপায়ে ব্যবহার করা হয়। বেআইনিভাবে অর্জিত যে কোনো ধন-সম্পদ যা ব্যবহার করা হয়, যেমন দান-খয়রাত বা পবিত্র তীর্থযাত্রা করা কোনো সৎ কাজকে নষ্ট করবে। সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 2346 নম্বর, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তির দো'আ প্রত্যাখ্যান করা হবে যদি তারা হারাম জিনিস গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে। কারো দুআ প্রত্যাখ্যান হলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অন্য কোন আমল কিভাবে কবুল হবে?

পরিশেষে, এই হাদিসটি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন যেকোন উপায়ে ব্যয় করার গুরুত্ব নির্দেশ করে, যেমন নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করা। এটি সহীহ বুখারি, 4006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা সঠিক উপায়ে তাদের নিয়ত অনুযায়ী ব্যয় করে,

তাদের ব্যয়ের গুণমান অনুযায়ী, পরিমাণ অনুযায়ী নয়, মহান আল্লাহ তাদেরকে অনেক পুরস্কৃত করবেন। তাই মুসলমানদের উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করার মাধ্যমে তাদের নিয়ত সংশোধন করা, তা যতই কম হোক না কেন। একজন মুসলমানের জন্য তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করা গুরুত্বপূর্ণ এবং তারা কত বা কম খরচ করে তা নিয়ে চিন্তা করবেন না। আশা করা যায় যে কেউ তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে তাকে মহান আল্লাহর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দেওয়া হবে, যা বোধগম্য নয়। কিন্তু যে পিছিয়ে থাকবে সে এই মহান পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে।

এছাড়াও, মূল হাদিসটিতে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অন্যান্য বৈধ পার্থিব আশীর্বাদ ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন অন্যদের মানসিক এবং শারীরিকভাবে সাহায্য করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অন্যদের ভাল কাজে সাহায্য করে এবং তারা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞতা বা প্রশংসা না চায়, ততক্ষণ তারা অগণিত পুরস্কার পাবে।

# দাতব্য - 2

সহীহ মুসলিম, 2336 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে প্রতিদিন দু'জন ফেরেশতা মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। প্রথমটি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে যে তার জন্য ব্যয় করে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে। দ্বিতীয়টি মহান আল্লাহকে অনুরোধ করে, যে বাধা দেয় তাকে ধ্বংস করতে।

এই হাদিসটির উদ্দেশ্য হল একজনকে উদার হতে এবং কৃপণতা এড়ানোর জন্য উত্সাহিত করা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা শুধুমাত্র বাধ্যতামূলক দান-খয়রাতের সাথে জড়িত নয় বরং এর মধ্যে নিজের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীল ব্যক্তিদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করাও অন্তর্ভুক্ত, অপচয় ও অপব্যয় ছাড়াই, কারণ এটি ইসলাম দ্বারা আদেশ করা হয়েছে। . যে কেউ এই উপাদানগুলিতে ব্যয় করতে ব্যর্থ হয় তার সম্পদ ধ্বংস হওয়ার যোগ্য, কারণ তারা এর উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যা বাস্তবে সম্পদকে অকেজো করে তোলে। এটা লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা কখনই সামগ্রিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় না কারণ একজন ব্যক্তিকে এক বা অন্যভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বর অধ্যায় 34 সাবা, 39 নং আয়াতে পাওয়া একটি হাদিসে দান করার ফলে কারো সম্পদ কমে না বলে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

*"...কিন্তু আপনি [তাঁর পথে] যা কিছু ব্যয় করবেন - তিনি তার ক্ষতিপূরণ দেবেন..."*

একজন মুসলমানের মনে রাখা উচিত একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে। অথচ কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে প্রাপ্ত একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে এই হাদিসটি সমস্ত নিয়ামতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন তাদের সুস্বাস্থ্য, শুধু সম্পদ নয়। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের নেয়ামতকে সঠিকভাবে উৎসর্গ করতে এবং ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ফেরেশতার দোয়া তাদের বিরুদ্ধে যাবে। মূল হাদীসে যে ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তা অবশ্য বরকত হারানোর কথা নয় বরং পার্থিব আশীর্বাদকে উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ ও অসুবিধার উৎস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি তাদের মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যারা তাদের আশীর্বাদ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়, যেমন তাদের সম্পদ। তারা যে সম্পদ অর্জন করে এবং মজুদ করে এই আশায় যে এটি তাদের জন্য শান্তির উত্স হয়ে উঠবে তা তাদের মানসিক চাপ এবং উদ্বেগের উত্স হয়ে ওঠে। অতএব, মুসলমানদের জন্য ইসলামের শিক্ষা অনুসারে প্রতিটি নেয়ামতকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক, যাতে তারা উভয় জগতে আরও বেশি করে, যা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। অন্যথায়, তারা চিরতরে আশীর্বাদ হারাতে পারে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

# দাতব্য - 3

সহীহ বুখারির ৬৪৪৪ নম্বর হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে, দুনিয়ার ধনী ব্যক্তিরা আখেরাতে গরীব হবে যদি না তারা তাদের নেয়ামত সঠিকভাবে ব্যয় করে তবে এই লোক সংখ্যায় অল্প। .

এর মানে হল যে অধিকাংশ ধনী ব্যক্তি তাদের সম্পদ ভুলভাবে ব্যয় করে। অর্থ, যা হয় নিরর্থক এবং সেগুলিকে পরকালের জন্য কোন উপকার এবং দুনিয়াতে কোন প্রকৃত উপকার প্রদান করে না। অথবা তারা গুনাহের কাজে ব্যয় করে যা উভয় জগতে তাদের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। অথবা তারা হালাল জিনিসগুলিতে এমনভাবে ব্যয় করে যা ইসলাম অপছন্দ করে যেমন অপব্যয় বা অযথা। এসব কারণে ধনীরা বিচারের দিনে দরিদ্র হয়ে যাবে, কারণ তারা তাদের নিয়ামত, যেমন তাদের সম্পদ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করেনি। এই দারিদ্র্য একটি কঠিন জবাবদিহিতা, চাপ, অনুশোচনা এমনকি শাস্তির দিকে নিয়ে যাবে।

উপরন্তু, যারা তাদের সম্পদ সঞ্চয় করে তারা দেখতে পাবে যে তাদের সম্পদ তাদের কবরে পরিত্যাগ করে এবং তাই তারা পরকালে খালি হাতে পৌঁছে যাবে, নিঃস্ব হয়ে। জামে আত তিরমিযী, 2379 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তি সম্পদ অন্যদের ভোগ করার জন্য রেখে যাবে যখন তারা তা উপার্জন ও সঞ্চয় করার জন্য দায়ী থাকবে।

পরিশেষে, ধনী ব্যক্তিরা যেমন তাদের সম্পদ অর্জন, মজুদ, রক্ষা এবং বৃদ্ধিতে বিভ্রান্ত হয়, এটি তাদের সৎ কাজ করা থেকে বিভ্রান্ত করে, যা বিচার দিবসে কাউকে ধনী করে তোলে। বাস্তবে, এটিকে হারানো তাদের দরিদ্র করে তুলবে।

এটা মনে রাখা জরুরী, সম্পদ সঠিকভাবে ব্যয় করা মানে শুধু দাতব্য দান করা নয় বরং এর মধ্যে অযথা বা অপব্যয় না করে তাদের প্রয়োজনীয় এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত।

প্রকৃত ধনী ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যে তাদের আশীর্বাদ, যেমন তাদের সম্পদ, সঠিকভাবে ইসলামের নির্দেশ অনুসারে ব্যবহার করে। এই ব্যক্তি দুনিয়া ও পরকালে ধনী হবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

*"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"*

বাস্তবে, এই ব্যক্তি তাদের আশীর্বাদ তাদের সাথে পরকালে নিয়ে যায়। এই মনোভাব তাদের অবসর সময়ও প্রদান করে যা তাদের সৎকর্ম সম্পাদন করতে দেয়, যার ফলস্বরূপ, পরকালে তাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে, যিনি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করেন, তিনি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এতে উভয় জগতে

তাদের জন্য বরকত বৃদ্ধি পাবে। এটাই হল সমৃদ্ধির সঠিক সংজ্ঞা। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

# দাতব্য - 4

সহীহ বুখারী, 6806 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সাতটি লোকের কথা উল্লেখ করেছেন যারা বিচারের দিন মহান আল্লাহ তায়ালার ছায়া দান করবেন।

এই ছায়া তাদের কেয়ামতের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করবে যার মধ্যে রয়েছে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনার কারণে সৃষ্ট অসহনীয় তাপ। জামি আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটিতে এমন একজন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যিনি গোপন দাতব্য দান করেন। যদিও প্রকাশ্যে দাতব্য দান করা অন্যদেরকে একই কাজ করার জন্য আমন্ত্রণ ও উত্সাহিত করতে পারে, যা কতজন লোক তাদের আচরণ অনুসরণ করে তার উপর নির্ভর করে একজনের পুরষ্কার বৃদ্ধি করে যা সহীহ মুসলিম, 2351 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, তবুও, গোপনে দান করা বিপজ্জনক এড়ানো যায়। দেখানোর পাপ, যা একজনের কাজকে ধ্বংস করে দেয়। যখন একজন মুসলমান গোপনে দান করে, তখন তা শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের আন্তরিকতার ইঙ্গিত দেয়।

উল্লেখ্য, এই হাদীসে কতটুকু দান করতে হবে তার সীমা নির্ধারণ করেনি। সুতরাং একজন মুসলমানের কোন অজুহাত নেই যদি তারা এই উপদেশের উপর আমল করতে ব্যর্থ হয় কারণ আল্লাহ, মহান, একটি কাজের অর্থের

গুণমান, ব্যক্তির আন্তরিকতা, পরিমাণ নয়। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৪৭-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উপরন্তু, ইসলামে দান শুধু সম্পদ দান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সমস্ত ভাল কাজকে পরিবেষ্টন করে, যেমন ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ। সহীহ মুসলিম, 1671 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নেক আমলগুলির মধ্যে একটি ব্যক্তি অন্যের কাছে উল্লেখ না করে গোপনে করে থাকে, আশা করা যায় যে তারা এই হাদিসটি পূরণ করবে এবং কিয়ামতের দিন ছায়া পাবে।

# দাতব্য - 5

সহীহ বুখারী, 1417 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন মুসলিমকে খেজুরের অর্ধেক ফল দান করেও জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে।

ইসলামের অন্যান্য শিক্ষার মতো এই হাদিসটিও পরিমাণের চেয়ে গুণমানের গুরুত্ব নির্দেশ করে। শয়তান প্রায়শই মুসলমানদেরকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং তাদের বিশ্বাস করে যে কাজটি খুবই ছোট এবং তাই মহান আল্লাহর কাছে নগণ্য। দুর্ভাগ্যবশত, এমনকি অন্যান্য অজ্ঞ মুসলিমরাও প্রায়ই অন্যদেরকে কিছু ধার্মিক কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করে দাবি করে যে সেগুলি নগণ্য এবং অপ্রয়োজনীয়।

একজন মুসলমানের পক্ষে এই ফাঁদে না পড়া গুরুত্বপূর্ণ এবং তার পরিবর্তে ছোট বা বড় সকল নেক আমল করার চেষ্টা করা, কারণ মহান আল্লাহ নিঃসন্দেহে একজনের গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করেন এবং এর ভিত্তিতে মানুষের বিচার করেন। এই গুণের একটি দিক হল একজনের উদ্দেশ্য, অর্থ হল, কেউ এটা খাঁটিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করছে বা অন্য কোনো কারণে করছে, যেমন প্রদর্শন।

একজন মুসলমানকে প্রথমে তাদের ভালো কাজের গুণগত মান সংশোধন করার দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, যেমন একটি ভালো নিয়্যত থাকা, এবং তারপর নিশ্চিত করা উচিত যে ভালো কাজের উৎস যেমন দান-খয়রাত করা

বৈধ উৎস থেকে, যে কোনো কাজের ভিত্তি আছে। অবৈধভাবে গ্রহণ করা হবে না। জামি আত তিরমিযী, ৬৬১ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এরপর, একজন মুসলিমকে তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী সমস্ত স্বেচ্ছামূলক সৎ কাজ করা উচিত। সহীহ বুখারী, ৬৪৬৫ নং হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) স্পষ্ট করে বলেছেন যে, মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলো নিয়মিত করা, যদিও সেগুলোকে ছোট মনে করা হয়।

উপরন্তু, নীল চাঁদে একবার একটি বড় কাজ করার তুলনায় নিয়মিত ভাল কাজ করা একজন মুসলিমকে আরও ভালভাবে পরিবর্তন করার সম্ভাবনা বেশি। স্বেচ্ছাসেবী দানের ক্ষেত্রে, একজন মুসলমানকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা উচিত, এমনকি তা এক পাউন্ড হলেও, এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা উচিত যে মহান আল্লাহ তা কিয়ামতের দিন পুরস্কারের পাহাড়ে পরিণত করবেন। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 662 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, একজন মুসলমানের উচিত পরিমাণের চেয়ে মানের দিকে মনোনিবেশ করা এবং তাদের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী নিয়মিত সব ধরনের নেক আমল করা।

# দাতব্য - 6

জামে আত তিরমিযী, 2029 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। প্রথমটি হল দান করলে কারো সম্পদ কমে না।

এটা এই জন্য যে, একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু ব্যয় করবে, মহান আল্লাহ তায়ালা সময়ের মতো যেকোন নেয়ামতের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ দেবেন। এই ক্ষতিপূরণটি তারা মূলত যা ব্যবহার করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি হবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

*"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."*

উদাহরণস্বরূপ, মহান আল্লাহ, যিনি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন তাকে আর্থিক সুযোগ প্রদান করতে পারেন যা সম্পদের সামগ্রিক বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, এটি এই বাস্তবতাকে নির্দেশ করতে পারে যে একজন ব্যক্তির জন্য যা কিছু ব্যয় করার জন্য নির্ধারিত হয়, যা তার প্রকৃত সম্পদ, তার আচরণ বা সমগ্র সৃষ্টির আচরণ নির্বিশেষে কখনই পরিবর্তন হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে একজন ব্যক্তির রিজিক তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, কারো দাতব্য সম্পদের পরিমাণ পরিবর্তন করবে না যা তাদের জন্য ব্যয় করা হবে, যেমন

সম্পদ তাদের খাদ্যে ব্যয় করা হয়েছে। পরিশেষে, দাতব্য কারো সম্পদ হ্রাস করে না, কারণ একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র তাদের পরকালের অ্যাকাউন্টে তাদের সম্পদ জমা করে। এটি এমন একজন যিনি নিজের দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মধ্যে অর্থ স্থানান্তর করেন। এই ক্ষেত্রে, দাতব্য কারো সম্পদ হ্রাস করে না, কারণ প্রকৃত উপকারভোগী নিজেই। এটি মনে রাখা একজনকে তারা যাদের সাহায্য করে তাদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা চাওয়া থেকে বাধা দেবে এবং এটি অহংকারকে বাধা দেবে, যেমনটি বাস্তবে, তারা যখন দান করে তখন অন্য কারও উপকার হয় না।

# দাতব্য - 7

সহীহ বুখারী, 6006 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছিলেন যে একজন মুসলমান যদি আর্থিকভাবে সহায়তা করে তবে প্রতিদিন রোজা রাখে এবং সারা রাত স্বেচ্ছায় নামাজ আদায়কারীর সমান সওয়াব লাভ করতে পারে। একজন বিধবা বা একজন দরিদ্র ব্যক্তি।

এই ব্যস্ত আধুনিক বিশ্বে মুসলমানরা প্রায়শই স্বেচ্ছায় সৎ কাজ যেমন স্বেচ্ছায় উপবাস বা স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা করার জন্য সময় বের করার জন্য সংগ্রাম করে। ইসলাম, বরাবরের মতো, প্রত্যেককে, তাদের জীবনধারা নির্বিশেষে, মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার একটি সুবিধাজনক উপায় দেয়। এমতাবস্থায়, একজন মুসলিম এই মহান পুরস্কার লাভের জন্য একজন বিধবা বা দরিদ্র ব্যক্তিকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারে। এই দিন এবং যুগে দরিদ্রদের স্পনসর করা আরও সহজ কারণ তাদের সাহায্য করার জন্য তাদের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। নিয়মিত দান করার জন্য একজন সম্মানিত এবং বিশ্বস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারেন। এবং একজন মুসলিমকে বোকা বানানো উচিত নয় এবং বিশ্বাস করে দান করা থেকে বিরত রাখা উচিত যে তাদের অর্থ অভাবগ্রস্তদের কাছে পৌঁছাবে না কারণ মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে তাদের পুরস্কৃত করবেন, অর্থ গরীবদের কাছে পৌঁছুক বা না পৌঁছুক। সহীহ বুখারীর ১ নং হাদিসে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে। একজন মুসলিমের কর্তব্য হল সম্মানিত ও বিশ্বস্ত দাতব্যের মাধ্যমে সঠিক নিয়তে দান করা, অর্থাৎ মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য।

অভাবগ্রস্তদের স্পনসর করা ব্যয়বহুল নয় কারণ বেশিরভাগ লোকেরা তাদের মাসিক ফোন বিল এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে বেশি

অর্থ ব্যয় করে। দুঃখজনক সত্য হল যে প্রতিটি আর্থিকভাবে সক্ষম মুসলিম যদি একজন অভাবী ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করে তবে তা বিশ্বের দারিদ্র্য নাটকীয়ভাবে হ্রাস পাবে।

পরিশেষে, যার সামর্থ্য নেই তার উচিত তাকে উৎসাহিত করা যার সামর্থ্য আছে এবং ফলস্বরূপ তারা দান করার সওয়াব পাবে। জামে আত তিরমিযী, ২৬৭৪ নং হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

সুতরাং, সমস্ত মুসলমানের এই সহজ পুরষ্কারটি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

# দাতব্য - 8

জামে আত তিরমিযী, 664 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে দান করা মহান আল্লাহর ক্রোধকে নিভিয়ে দেয় এবং একজনকে মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে।

এই দাতব্য বাধ্যতামূলক এবং স্বেচ্ছামূলক দাতব্য উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। এই হাদিসে উল্লিখিত হিসাবে, দাতব্য একটি শক্তিশালী ইতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ সম্পদ প্রায়শই মানুষের কাছে একটি প্রিয় পার্থিব জিনিস। তাই যখন তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তা ত্যাগ করে, অভাবগ্রস্তদের দান করার মাধ্যমে, মহান আল্লাহ তাদের উপর থেকে তাঁর ক্রোধ, তাদের অবাধ্যতার কারণে সৃষ্ট ক্রোধকে সরিয়ে দেন। যখন এটি ঘটবে তখন ব্যক্তিটি মহান আল্লাহর রহমত দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে, যা তাদেরকে এই পৃথিবীতে নিরাপদে যে সমস্ত অসুবিধা, প্রলোভন এবং পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তার পথ দেখাবে, যাতে তারা যখন তাদের মৃত্যুতে পৌঁছায়, তখন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে মৃত্যুবরণ করে। উচ্চতর, অর্থ, একজন সত্যিকারের মুসলিম হিসাবে।

একটি খারাপ মৃত্যু যখন কেউ তাদের বিশ্বাস ছাড়া মারা যায়। এটি ঘটতে পারে যখন একজন দুর্বল বিশ্বাসের অধিকারী হয়, যা ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার ফল। ইসলামী জ্ঞান যত বেশি লাভ করবে এবং তার উপর আমল করবে, তাদের ঈমান তত শক্তিশালী হবে। একটি মন্দ মৃত্যুও ঘটতে পারে যখন কেউ বড় পাপের উপর অবিরত থাকে, যেমন ফরজ নামাজ ত্যাগ করা। এই ব্যক্তি আখেরাতে কোথায় গিয়ে ঠেকে যাবে, তা বোঝাতে কোনো পণ্ডিত লাগে না। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে,

একজন উদার ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে।

তাই একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দাতব্য দান করাকে অভ্যাস করা, কারণ মহান আল্লাহ গুণগত অর্থ দেখেন, পরিমাণে নয়, আন্তরিকতা দেখেন। এমনকি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে দেওয়া একটি খেজুরও একটি পাহাড়ের চেয়েও বড় মুসলিম সওয়াব অর্জন করবে। এটি সহীহ মুসলিম, 2342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

# দাতব্য - 9

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 603 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসে প্রত্যেকে তাদের দানের ছায়ায় দাঁড়াবে।

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এটি পাওয়ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদ, কারণ বিচারের দিনে সূর্যকে সৃষ্টির দুই মাইলের মধ্যে আনা হবে। জামে আত তিরমিযী, 2421 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। গ্রীষ্মের দিনের উত্তাপ সহ্য করার জন্য মানুষ হিমশিম খায়, ছায়া ছাড়া কিয়ামতের তাপ তারা কীভাবে সামলাবে?

একজন মুসলমানের তাই পরিমাণ নির্বিশেষে নিয়মিত দান করার চেষ্টা করা উচিত কারণ আল্লাহ, মহান, পরিমাণকে পালন করেন না, তিনি গুণ, অর্থ, আন্তরিকতার উপর ভিত্তি করে কাজের বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

এছাড়াও, সহীহ বুখারি, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজগুলি নিয়মিত করা, যদিও তা ছোট হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি কর্মের প্রতিদান দেবেন যদিও তা একটি পরমাণুর আকারেরও হয়। অধ্যায় 99 আয জালজালাহ, আয়াত 7:

*"অতএব যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে"*

অতএব, এটি একটি শক্তিশালী ছায়া লাভের আশায় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত দাতব্য দান করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুসলমানদের কোন অজুহাত নেই যা তাদের একটি মহান দিনের তীব্র তাপ থেকে রক্ষা করে।

পরিশেষে, একজনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দাতব্যের মধ্যে সমস্ত ভাল কাজ অন্তর্ভুক্ত যা অন্যদের সাহায্য করে, কেবল সম্পদ নয়। সুতরাং যার সম্পদ নেই, তার উচিত অন্য উপায়ে দান করা, যেমন অন্যদের সময়, শক্তি এবং মানসিক সমর্থন দেওয়া। অন্তত একটি করতে পারে তাদের মৌখিক এবং শারীরিক ক্ষতি অন্যদের থেকে দূরে রাখা, এটি নিজেকে দান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

# দাতব্য - 10

জামে আত তিরমিযী, 1855 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমকে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেবে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ানো। এটি একটি মহান কাজ যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মহান পুরস্কারের দিকে নিয়ে যায়। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9-11:

*"আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখের [অর্থাৎ, অনুমোদনের জন্য]। আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। আমরা আমাদের পালনকর্তার কাছ থেকে এমন একটি দিনকে ভয় করি যা কঠোর ও কষ্টদায়ক।" সুতরাং আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দীপ্তি ও সুখ দেবেন।"*

উপরন্তু, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যকে খাওয়ায়, তাকে বিচারের দিন জান্নাতের ফল খাওয়ানো হবে। জামি আত তিরমিযী, 2449 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পরিশেষে, একজন মুসলমানের উচিত নিয়মিতভাবে সব ধরনের দান করার চেষ্টা করা, তার পরিমাণ নির্বিশেষে, যেমন মহান আল্লাহ গুণগত অর্থের বিচার করেন, একজনের অভিপ্রায় সহীহ বুখারী, ১নং হাদিসে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

# দাতব্য - 11

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা ও আশংকা, 2520 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে নিজের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করা। অতিরিক্ত সম্পদ হল সেই সম্পদ যা একজনের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন মেটানোর পর অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অবশিষ্ট থাকে। একজন মুসলিমের উচিত অদূর ভবিষ্যতের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে সঞ্চয় করা এবং তারপর বাকিটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করা, যেমন দাতব্য। তারা যেন তা অনর্থক বা গুনাহের কাজে ব্যয় না করে বা সঞ্চয় না করে। বাস্তবে সম্পদ মজুদ করা এটিকে অকেজো করে তোলে, কারণ এই অভ্যাসটি এর সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করে। সম্পদ যা সমাজে সঞ্চালিত হয় তা সকলের জন্য উপকারী যেখানে মজুদ করা কেবল ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে প্রশস্ত করে। এবং বাস্তবে এটি তার মালিকের উপকারে আসে না, কারণ তারা তাদের জীবনে এটি উপভোগ করতে ব্যর্থ হয়েছিল তবুও পরকালে এর জন্য দায়ী করা হবে। একজন মুসলমানের হয় অতিরিক্ত ধন-সম্পদ অর্জন করা এড়িয়ে চলা উচিত অথবা অন্ততপক্ষে তা সঠিক উপায়ে ব্যবহার করা উচিত। উপরন্তু, এই উপদেশটি একজনের সমস্ত আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থাৎ, একজনকে অবশ্যই মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে প্রদত্ত সমস্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে এবং নিরর্থক বা পাপপূর্ণ জিনিসগুলিতে ব্যবহার করা এড়িয়ে চলতে হবে। নিরর্থক জিনিসগুলি কেবল একজনের মূল্যবান সম্পদের অপচয়ের দিকে পরিচালিত করে এবং বিচারের দিনে এটি তাদের জন্য একটি বড় অনুশোচনা হবে, বিশেষ করে যখন তারা তাদের আশীর্বাদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে তাদের দেওয়া পুরস্কারটি পালন করবে। পরিশেষে, নিরর্থক এবং পাপী জিনিসগুলি উভয় জগতেই কেবল চাপ এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যায়, কারণ এটি একজন মহান

আল্লাহকে ভুলে যেতে বাধ্য করে, কারণ তাকে সত্যিকার অর্থে স্মরণ করা মানে তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

*"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"*

# দাতব্য - 12

ইমাম মুনজারীর, সচেতনতা এবং আশংকা, 2556 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিকে সুসংবাদ দিয়েছেন।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল মহান আল্লাহর অবাধ্য না হয়ে সম্পদ ব্যয় করা এবং দুর্বল ও অভাবীদের সাহায্য করা। এর মধ্যে এমন কোনো খরচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এই দুনিয়ায় বা পরকালে প্রকৃত উপকার লাভ করে। এটি অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই নিজের প্রয়োজন এবং নিজের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে। এইভাবে ব্যয় করা প্রকৃতপক্ষে সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে একটি সৎ কাজ। এই সঠিক ব্যয়ের মধ্যে সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদ রয়েছে যা একজনকে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করা জড়িত।

দরিদ্রদের সাহায্য করার মধ্যে আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিক সাহায্যের মতো সব ধরনের সাহায্য এবং সমর্থন অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি এইভাবে অন্যদের সাহায্য করবে সে উভয় জগতে মহান আল্লাহর সমর্থন পাবে। জামি আত তিরমিযী, 1930 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি এটি অর্জন করে সে ব্যর্থ হতে পারে না, কারণ মহান আল্লাহর সাহায্য সব কিছুকে জয় করে। মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাদের কাজগুলো করার মাধ্যমে একজনকে সর্বদা আন্তরিক থাকতে হবে। এটি প্রমাণিত হয় যখন কেউ মানুষের কাছ থেকে কোনো কৃতজ্ঞতা আশা করে না বা দাবি করে না। একজনকে অন্যদের সাহায্য করা উচিত যেমন তারা অন্যরা তাদের সাহায্য করতে চায়।

# দাতব্য - 13

সহীহ মুসলিমের 250 নম্বর হাদিসে পাওয়া যায়, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু সহজ সৎ কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

প্রথম ধার্মিক কাজ হল কাউকে তার নির্দিষ্ট বাণিজ্যে, তার উপায় অনুযায়ী সাহায্য করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম তাদের পরবর্তী শিক্ষার জন্য বা তাদের পেশার সাথে যুক্ত যেকোনো ফি প্রদান করে তাদের পেশায় কাউকে সমর্থন করতে পারে। এইভাবে সাহায্য করা প্রকৃতপক্ষে একটি সম্পূর্ণ পরিবারকে সমর্থন করার একটি দুর্দান্ত উপায়, কারণ একজন ব্যক্তি যিনি তাদের পরিবারকে সমর্থন করার জন্য উপার্জন করেন তা পরোক্ষভাবে পরিবারকে সহায়তা করে, যদিও এটি পুরো পরিবারকে সমর্থন করার চেয়ে অনেক সস্তা এবং সহজ। উপরন্তু, দাতা তার মৃত্যুর পরেও পুরষ্কার পেতে থাকবে, যতক্ষণ না ব্যক্তি তাদের ব্যবসায় কাজ করার সময় দাতার সহায়তা থেকে উপকৃত হচ্ছে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল, একজন মুসলমানের উচিত এমন কাউকে সাহায্য করা যার পেশা নেই। এর মধ্যে তাদের বৈধ সম্পদ অর্জনের জন্য সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া, তাদের শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদান বা ব্যবসার মালিকদের তাদের নিয়োগের জন্য উত্সাহিত করা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এর মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা এই ধরনের ব্যক্তিকে বৈধ বিধান পেতে সাহায্য করে যাতে তারা তাদের চাহিদা এবং তাদের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক কাজ কারণ যার বৈধ পেশা নেই সে অপরাধের মতো অবৈধ উপায়ে সম্পদ খোঁজার সম্ভাবনা বেশি। মানুষকে একটি বৈধ পেশা পেতে সাহায্য করা তাই সমাজে অপরাধ ও দারিদ্র্য হ্রাস করে। এতে সমাজের সবাই উপকৃত হয়।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত জিনিসটি, যা সকল মুসলমান করতে সক্ষম, তা হল তাদের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা, কারণ এটি নিজের জন্য একটি দানশীল কাজ, কারণ এটি তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। প্রকৃতপক্ষে, নিজের মৌখিক ও দৈহিক ক্ষতিকে নিজের এবং অন্যের সম্পদ থেকে দূরে রাখাই প্রকৃত মুসলমান ও ঈমানদারের সংজ্ঞা। এটি সুনানে আন নাসাই, 4998 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত যেভাবে কেউ তাদের সাথে আচরণ করতে চায়। সহজ কথায়, যে অন্যকে শান্তিতে রেখে যায় তাকে শান্তি ও পুরস্কার দেওয়া হবে। যে মুসলমান অন্যদের উপকারের মাধ্যমে এই আচরণে যোগ করে, তাদের উপায় অনুসারে, এমনকি এটি কেবল উত্সাহের একটি ভাল শব্দ হলেও, সওয়াবের উপরে পুরস্কার লাভ করবে এবং এটি উভয় জগতের সাফল্যের দিকে নিয়ে যায়। পরিশেষে, নিজের ক্ষতিকে অন্যদের থেকে দূরে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বিচার দিবসে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অন্যদের প্রতি জুলুম করেছে সে তাদের ভালো কাজগুলো তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবে এবং প্রয়োজনে তারা যাদের প্রতি জুলুম করেছে তাদের গুনাহও নেবে। এটি তাদের জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে পারে। সহীহ মুসলিমের ৬৫৭৯ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# দাতব্য - 14

সহীহ বুখারী, 1427 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পদ সংক্রান্ত কিছু উপদেশ দিয়েছেন।

প্রথম কথা হলো উপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে ভালো। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যবাধকতা ও স্বেচ্ছায় দান করার চেষ্টা করে, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী, সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে কম দেয় এবং তার পরিবর্তে অন্যের কাছ থেকে সম্পদের মতো জিনিস গ্রহণ করে। এই হাদীসটি অভাবগ্রস্তদের সমালোচনা করে না, কারণ তারা তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য অন্যদের কাছ থেকে নেওয়ার অধিকারী। তবে এটি তাদের সমালোচনা করে যারা দিতে সক্ষম কিন্তু আটকে রাখে এবং যাদের এখনও অন্যদের কাছ থেকে জিনিস নেওয়ার দরকার নেই, তবুও তাদের জিজ্ঞাসা করুন এবং নিন। একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করা, তার আকার নির্বিশেষে, কারণ মহান আল্লাহ গুণগত অর্থ দেখেন, ব্যক্তির আন্তরিকতা, পরিমাণ নয়। প্রতিটি পরমাণুর কল্যাণের মূল্য লিপিবদ্ধ করা হবে এবং মহান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করবেন। অধ্যায় 99 আয জালজালাহ, আয়াত 7:

*"সুতরাং যে ব্যক্তি একটি অণু পরিমাণ ভাল কাজ করবে সে তা দেখতে পাবে।"*

এবং মুসলমানদের শুধুমাত্র প্রয়োজন হলেই অন্যদের কাছ থেকে জিনিস চাওয়া এবং নেওয়া উচিত। অন্যথায়, তাদের অতিরিক্ত চাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ এটি একজন ব্যক্তিকে অন্য লোকেদের উপর নির্ভরশীল হয়ে

পড়ে এবং মহান আল্লাহর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের যে সম্পদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা উচিত, যেমন তাদের শারীরিক শক্তি, এবং তাদের চাহিদা পূরণের জন্য মহান আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

*"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে, এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই সুস্পষ্ট খাতায় রয়েছে।"*

আলোচ্য প্রধান হাদীসে পরবর্তী যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, দান করার পূর্বে একজন মুসলিমকে প্রথমে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে। সহীহ বুখারী, 4006 নম্বর হাদিসে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি কেবল একটি নেক কাজই নয়, তবে এটি নিজের নির্ভরশীলদের চাহিদা পূরণের জন্য বৈধ উপায়ে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হওয়াও পাপ, সহীহ মুসলিম, 2312 নম্বরের একটি হাদিস অনুসারে। .

আলোচ্য মূল হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, সর্বোত্তম সদকা হল যখন কেউ তাদের প্রয়োজন এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজন পূরণ করার পর অতিরিক্ত, অপচয় বা বাড়াবাড়ি ছাড়া এবং নিজেকে আর্থিক অসুবিধায় না ফেলে দান করে। ইসলাম মুসলমানদের তাদের সমস্ত সম্পদ দান না করে ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করতে শেখায়। কাজের পরিমাণের চেয়ে কাজের গুণমান এবং ধারাবাহিকতা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

# দাতব্য - 15

সহীহ মুসলিম, 2376 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন যে যে ব্যক্তি মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করে, তাকে তারা যা দান করবে সে অনুসারে পুরস্কৃত করা হবে। এবং তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, অন্যথায় মজুত করবেন না, অন্যথায় মহান আল্লাহ তাঁর নেয়ামত বন্ধ করে দেবেন।

এটা মনে রাখা জরুরী যে, একজনকে অবশ্যই হালাল সম্পদ অর্জন করতে হবে এবং ব্যয় করতে হবে, কেননা হারামের উপর ভিত্তি করে যে কোন সৎ কাজ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যাখ্যাত হবেন, তার ইচ্ছা যাই হোক না কেন। সহীহ মুসলিমের ২৩৪২ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন মানুষের উদ্দেশ্য, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হলো হালাল পাওয়া ও ব্যবহার করা ।

উপরন্তু, এই ব্যয় শুধুমাত্র দাতব্যের মাধ্যমে নয় বরং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী নিজের প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনের জন্য খরচ করা, অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ বুখারি, 4006 নম্বর হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃতপক্ষে একটি সৎ কাজ। একজন মুসলমানের উচিত ভারসাম্যপূর্ণ উপায়ে ব্যয় করা যাতে তারা নিজের অভাব না করে অন্যকে সাহায্য করে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 29:

*"এবং তোমার হাত তোমার গলায় বেঁধে রাখো না বা সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত করো না এবং [এর ফলে] দোষী ও দেউলিয়া হয়ে যাও।"*

একজন মুসলমানের উচিত তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিয়মিত দান করা, যদিও তা সামান্যই হয়, কারণ মহান আল্লাহ একজনের গুণগত অর্থ, তাদের আন্তরিকতা লক্ষ্য করেন, কাজের পরিমাণ নয়। নিয়মিত অল্প কিছু দান করা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক বেশি উত্তম ও প্রিয়, একবারে বেশি পরিমাণ দান করার চেয়ে। সহীহ বুখারী, 6465 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, আলোচ্য প্রধান হাদীসে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, কেউ যখন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করে, তখন মহান আল্লাহ তাকে তাঁর অসীম মর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু যে আটকে থাকে সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া পাবে। যদি কোন মুসলমান তাদের সম্পদ জমা করে, তবে তারা তার জন্য দায়ী থাকা অবস্থায় অন্যদের ভোগ করার জন্য তা রেখে দেবে। যদি তারা তাদের সম্পদের অপব্যবহার করে তবে তা তাদের জন্য দুনিয়াতে অভিশাপ ও বোঝা এবং পরকালে শাস্তি হয়ে দাঁড়াবে।

পরিশেষে, এই হাদিসটি কেবল সম্পদ নয়, সমস্ত পার্থিব আশীর্বাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যখন কেউ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের ব্যবহার করার চেষ্টা করে, তখন তারা মনের শান্তি, সাফল্য এবং আশীর্বাদের বৃদ্ধি পাবে, যেমন তারা মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। অধ্যায় 14 ইব্রাহিম, আয়াত 7:

*"এবং [মনে কর] যখন তোমার পালনকর্তা ঘোষণা করেছিলেন, 'যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে বাড়িয়ে দেব।*

এবং অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

*"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"*

এটি স্পষ্ট করে যে, উভয় জগতের আশীর্বাদ, শান্তি ও সাফল্য লাভের জন্য একজন মুসলমানের ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই। তাদের শুধুমাত্র সেই আশীর্বাদগুলো ব্যবহার করতে হবে যেগুলো তারা প্রদত্ত আশীর্বাদগুলোকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ব্যবহার করতে পারে, তা যত কমই হোক না কেন।

# দাতব্য - 16

2866 নম্বর সুনানে আবু দাউদে প্রাপ্ত একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উপদেশ দিয়েছেন যে, মৃত্যু শয্যায় উপনীত হওয়ার চেয়ে জীবনকালে দান করা 100 গুণ উত্তম।

এটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক মুসলমান নির্বোধভাবে বিশ্বাস করে যে তারা হয় তাদের সম্পদ সঞ্চয় করতে পারে বা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার পরিবর্তে তাদের নিজের ইচ্ছানুসারে ব্যয় করতে পারে এবং যখন তারা তাদের মৃত্যুশয্যায় পৌঁছে তখন তারা প্রচুর পরিমাণে দান করবে। সম্পদের প্রথমত, এই হাদিসে যেমন সতর্ক করা হয়েছে, একজন মুসলিম এইভাবে আচরণ করলে তাদের বেশিরভাগ সওয়াব হারাবে। এর কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে এবং তাদের মূল্যবান সম্পদ এখন তাদের কাছে তুচ্ছ এবং অকেজো হয়ে পড়েছে, কারণ তারা তা তাদের সাথে নিতে পারে না। মহান আল্লাহকে অকেজো কিছু দান করা একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটি সত্য বিশ্বাস এবং তাকওয়া পরিপন্থী। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 92:

*"তোমরা কখনই উত্তম [পুরস্কার] অর্জন করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা যা ভালোবাসো তা থেকে [আল্লাহর পথে] ব্যয় না কর..."*

তাই একজন মুসলমানের উচিত নিজেদের প্রতি সদয় হওয়া এবং এমন উপায়ে ব্যয় করা যা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে, যার মধ্যে তাদের নিজেদের

প্রয়োজনে এবং তাদের নির্ভরশীলদের প্রয়োজনে অপচয়, বাড়াবাড়ি বা বাড়াবাড়ি ছাড়াই ব্যয় করা অন্তর্ভুক্ত। তাদের তাদের শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়, কারণ এটি অপ্রত্যাশিতভাবে আসতে পারে এবং এই সময়ে ব্যয় করা তাদের জন্য ততটা ফলপ্রসূ হবে না।

# দাতব্য - 17

সুনানে আবু দাউদ, 2511 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মদ (সা.) লোভের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। এটি একজনকে বাধ্যতামূলক দাতব্য বন্ধ করার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি উভয় জগতেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, সহিহ বুখারি, 1403 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, যে ব্যক্তি তাদের বাধ্যতামূলক সদকা দান করে না, সে একটি বড় বিষাক্ত সাপের সম্মুখীন হবে যা বিচারের দিন তাকে ক্রমাগত দংশন করবে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 180:

*"আর যারা [লোভের বশবর্তী হয়ে] আল্লাহ তাদের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তারা যেন কখনও মনে না করে যে এটি তাদের জন্য উত্তম। বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। কেয়ামতের দিন তারা যা আটকে রেখেছিল তা তাদের ঘাড়ে বেষ্টন করা হবে..."*

যদি কারো লোভ তাদের স্বেচ্ছায় দাতব্য দান করতে বাধা দেয় তবে এটি বেআইনি নাও হতে পারে তবে এটি অত্যন্ত অবাঞ্ছিত কারণ এটি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসীর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাংঘর্ষিক। সহজ কথায়, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

লোভ একজনকে তাদের আশীর্বাদ, যেমন তাদের সময় এবং সম্পদ, নিজেদের খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করতে উত্সাহিত করবে যে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্যের পথ হল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে যে আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। মহান, সকল নেয়ামতের প্রকৃত মালিক ও দাতা।

একজন লোভী ব্যক্তি কেবল তাদের নিজের অধিকার সম্পর্কে চিন্তা করে এবং তাই সহজেই আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকারকে অবহেলা করে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই স্ট্রেস এবং ঝামেলার দিকে পরিচালিত করে।

# দাতব্য - 18

জামে আত তিরমিযী, 2616 নম্বরে পাওয়া একটি দীর্ঘ হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ বর্ণনা করেছেন যেগুলি পালন করার জন্য মুসলমানদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল যে দান করা গুনাহকে নির্বাপিত করে যেমন জল আগুনকে নির্বাপিত করে। জামি আত তিরমিযী, 664 নম্বরে পাওয়া অনুরূপ একটি হাদিস পরামর্শ দেয় যে দান করা মহান আল্লাহর রাগকে নিভিয়ে দেয় এবং একজন মুসলিমকে মন্দ মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। একটি খারাপ মৃত্যু হল যখন একজন ব্যক্তি অমুসলিম হিসাবে তাদের বিশ্বাসের অর্থ হারিয়ে মারা যায়। এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর নেই। সম্ভবত এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করেছেন যে, একজন কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে অনেক দূরে, মানুষ থেকে অনেক দূরে, জান্নাত থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি।

মুসলমানদের খেয়াল রাখা উচিত এবং যতটা সম্ভব দান করার চেষ্টা করা উচিত। যেহেতু ইসলামে দাতব্য অনেকগুলি বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন কাউকে নিরাপদ বোধ করার জন্য তাদের দিকে হাসি দেওয়া, যা জামি আত তিরমিযী, 1956 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তাই কোনও মুসলমান প্রচুর পরিমাণে দান করা থেকে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। উপরন্তু, মহান আল্লাহ যেহেতু একটি কাজের গুণমানকে তার পরিমাণের চেয়ে বেশি পর্যবেক্ষণ করেন, তাই একজনকে দাতব্য কাজের উপর অবিচল থাকতে হবে, যদিও তা ছোট হয়। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহ তায়ালা নিয়মিত এমন আমল পছন্দ করেন, যদিও তা আকারে ছোট হয়। সহীহ বুখারি, 6464

নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি উপদেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 271:

*"আপনি যদি আপনার দাতব্য ব্যয় প্রকাশ করেন, তবে তারা ভাল; কিন্তু যদি তুমি সেগুলো গোপন কর এবং গরীবদের দিয়ে দাও, তবে তা তোমার জন্য উত্তম এবং তিনি তোমার কিছু পাপ দূর করে দেবেন।*

# দাতব্য - 19

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানরা প্রায়শই দাবি করে যে তাদের ব্যস্ত জীবনের কারণে তারা স্বেচ্ছায় সৎকর্ম সম্পাদন করার বা এমনকি ইসলাম সম্পর্কে আরও জ্ঞান অর্জন করার সময় পায় না। এই ধরনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের যতটা সম্ভব দান করার চেষ্টা করা উচিত কারণ এই সৎ কাজটি বেশি সময় নেয় না এবং এটি ঈমানের একটি বিশাল শাখা। দান করার অগণিত ফজিলত রয়েছে যা পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উদার ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী, জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। অথচ কৃপণ ব্যক্তি জাহান্নামের কাছাকাছি, মহান আল্লাহ থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে এবং জান্নাত থেকে দূরে। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম তাদের দানের মাধ্যমে অন্যদের উপকার করে, এমনকি যদি তারা পার্থিব জিনিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে, মহান আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে থাকবেন। এটি সুনানে ইবনে মাজা, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সাহায্য ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং উভয় জগতের জন্য প্রসারিত হবে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই দাতব্য সম্পদের একটি বিশাল পরিমাণ হতে হবে না. পরিমাণে অল্প হলেও নিয়মিত ও তার সামর্থ্য অনুযায়ী দান করার চেষ্টা করা উচিত কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা পরিমাণ নয় গুণের দিকে খেয়াল রাখেন। উপরন্তু, এই হাদিস এবং অন্যান্য ঘোষণা করে না যে দাতব্য একটি বড় পরিমাণ হতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, আদর্শভাবে একজন মুসলমানের উচিত ঈমানের বিভিন্ন শাখা পরিপূর্ণ করার জন্য সময় বের করা। কিন্তু যদি তারা জড়জগত নিয়ে খুব বেশি ব্যস্ত থাকে তবে তাদের উচিত অন্তত এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব পালন করা এই আশায় যে, মহান আল্লাহ তাদের শেষ দিনে নাজাত দান করবেন।

# দাতব্য - 20

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যখন একজন মুসলমান সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে যে, তাদের কাছে যা আছে সবই মহান আল্লাহর, তখন তাদের কাছে থাকা নেয়ামতগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা যেমন মহান আল্লাহর অনুগ্রহে দান করা সহজ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই মনোভাব অবলম্বন করে সে বুঝতে পারে যে তারা কেবল একটি ঋণ ফেরত দিচ্ছে যা মহান আল্লাহ তাদের দিয়েছিলেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 254:

*"হে ঈমানদারগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর..."*

এই আচরণ অহংকারের মাধ্যমে তাদের দাতব্য কাজকে ধ্বংস করা থেকেও রক্ষা করে। গর্ব একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে যে তারা দাতব্য দান করার মাধ্যমে আল্লাহ, মহান এবং অভাবগ্রস্তদের উপকার করছে। কিন্তু একইভাবে গর্ব ছাড়াই ব্যাঙ্ক লোন ফেরত দিলে মুসলমানদের বুঝতে হবে তাদের দাতব্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের একটি উপায়। এ ছাড়া অভাবগ্রস্তরা তাদের দান-খয়রাত নিয়ে দাতার উপকার করছেন। অভাবগ্রস্তরা তাদের জন্য মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের একটি মাধ্যম এবং তাদের ছাড়া এটি অসম্ভব। যদি কেউ বিশ্বাস করে যে, তাদের সম্পদ তাদের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মাধ্যমে সঞ্চিত হয়েছে তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে এগুলোও মহান আল্লাহ প্রদত্ত। অতএব, সম্পদের মতো আশীর্বাদের আকারে এই ঋণ অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে ফেরত দিতে হবে, অন্যথায় তাদের শাস্তি হতে পারে যা দুনিয়া থেকে শুরু হয়ে পরকালে চলতে থাকবে।

যখন কেউ দান করে তখন তাদের লেনদেন কোন অভাবী ব্যক্তির সাথে হয় না আসলে তা মহান আল্লাহর সাথে হয়। যখন একজন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর সাথে ব্যবসা করে, তখন তারা একটি অকল্পনীয় লাভের আস্থা রাখতে পারে যা তাদের ইহকাল ও পরকালে উপকৃত হবে। আলোচ্য মূল আয়াতে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 245:

*"কে সে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেবে যাতে তিনি তার জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেন?..."*

# আর্থিক লেনদেন - 1

সহীহ বুখারী, 2076 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যারা আর্থিক বিষয়ে নম্র, যেমন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এবং তাদের জন্য মহান আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করেছেন। যখন তারা ঋণ পরিশোধের দাবি করে।

মুসলমানদের জন্য আর্থিক বিষয়ে লোভী না হওয়া গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লোভ একজনকে হারামের দিকে ঠেলে দেয়। এমনকি যদি কেউ হারামকে এড়িয়ে যায়, লোভ একজন মুসলিমকে রহমতের এই প্রার্থনা থেকে বঞ্চিত করবে, কারণ লোভ তাদের অন্যদের সাথে নম্র আচরণ করতে বাধা দেবে। সহজ কথায়, লোভ মানুষকে মহান আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষের কাছ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের কাছাকাছি নিয়ে যায়। জামে আত তিরমিযী, 1961 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে কখনই তাদের পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে অন্যের সুবিধা নেওয়া উচিত নয়, বিশেষ করে, সাধারণ অসুবিধার সময়, যেমন আর্থিক সংকট। সমস্ত আর্থিক বিষয়ে মুসলমানদের উচিত সমস্ত বিষয় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের কাছে পরিষ্কার করা, কারণ জিনিসগুলি লুকিয়ে রাখা, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, প্রতারণামূলক এবং একজন প্রকৃত মুসলমানের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে, সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিস, 2079 নম্বর, সতর্ক করে যে যখন লোকেরা আর্থিক বিষয়ে অন্যদের সাথে প্রতারণা করে, তখন মহান আল্লাহর অনুগ্রহ মুছে যায়। এটি তাদের সম্পদের সাথে সন্তুষ্টিকে সরিয়ে দেয়, তারা যতই প্রাপ্ত এবং অধিকার করুক না কেন। এর ফলে একজন লোভী হয়ে ওঠে। একজন যত বেশি লোভী হবে, তত কম শান্তি পাবে।

পরিশেষে, যখন অন্যরা আর্থিক সমস্যায় পড়ে তখন একজন মুসলিমকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এটি উভয় জগতে মহান আল্লাহর নিরন্তর সমর্থনের দিকে নিয়ে যায়। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে ব্যক্তি ঋণের দোলা দেয়, তাকে উভয় জগতেই মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেবেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, 225 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় নম্রতা এবং ভাল আচরণ দেখানো একজনের ব্যবসায়িক খ্যাতি উন্নত করবে, যা তাদের ব্যবসায়কে সাহায্য করবে। সুতরাং ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করলে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই লাভ হয়।

পরিশেষে, ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা অবলম্বন করাও একজন মুসলমানকে নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা তাদের জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার নয়। এটা শেষের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়, শেষ হচ্ছে পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি। এর মধ্যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া আশীর্বাদগুলি ব্যবহার করা জড়িত। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ব্যবসায়িক বিষয়ে নম্রতা দেখাতে ব্যর্থ হবে, সে লোভী হয়ে উঠবে। এবং লোভ সর্বদা একজন ব্যক্তির মনোযোগকে বস্তুগত জগতে উপার্জন এবং মজুদ করার দিকে নিবদ্ধ করে। এটি তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জীবনের এক নম্বর অগ্রাধিকার হয়ে ওঠে। এটি তাদের পরকালের জন্য কার্যত প্রস্তুতি থেকে বিরত রাখে।

# আর্থিক লেনদেন - 2

সুনানে ইবনে মাজাহ, 2146 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে বিচার দিবসে ব্যবসায়ীরা অনৈতিক লোক হিসাবে উত্থাপিত হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, সৎ কাজ করে এবং কথা বলে। সত্য।

যারা ব্যবসায়িক লেনদেনে অংশ নেয় তাদের জন্য এই হাদীসটি প্রযোজ্য। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে মহান আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্যের সাথে নিয়তির মোকাবিলা করার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে ভয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করা অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করা উচিত যেভাবে তারা মানুষের দ্বারা আচরণ করতে চায়।

ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে, একজন মুসলিমের উচিত তাদের বক্তব্যে সৎ হওয়া উচিত যারা জড়িত তাদের কাছে লেনদেনের সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করে। সহীহ বুখারী, 2079 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস সতর্ক করে যে, মুসলিমরা যখন আর্থিক লেনদেনে জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখে, যেমন তাদের পণ্যের ত্রুটি, এটি বরকতের ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে অন্যদেরকে পণ্যের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে প্রতারণা করা এড়ানো। একজন মুসলমানের উচিত অন্যদের সাথে

সেরকম আচরণ করা যেভাবে তারা অর্থপূর্ণ আচরণ করতে চায়, সততা এবং সম্পূর্ণ প্রকাশের সাথে। যেভাবে একজন মুসলমান আর্থিক বিষয়ে দুর্ব্যবহার করা পছন্দ করে না, সেভাবে অন্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারও করা উচিত নয়।

ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে রয়েছে ইসলাম এবং দেশের আইনে আলোচিত অবৈধ প্রথাগুলি এড়ানো। যদি কেউ তাদের দেশের ব্যবসায়িক আইনে সন্তুষ্ট না হয় তবে তাদের সেখানে ব্যবসা করা উচিত নয়।

উপরন্তু, ধার্মিকভাবে কাজ করার মধ্যে একজন ব্যক্তির ব্যবসায়িক সাফল্যকে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করাও অন্তর্ভুক্ত। এটি নিশ্চিত করবে যে তাদের ব্যবসা এবং সম্পদ উভয় জগতে তাদের জন্য স্বস্তি ও শান্তির উৎস হয়ে উঠবে। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

*"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"*

কিন্তু যারা তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যের অপব্যবহার করে তারা দেখতে পাবে যে এটি তাদের মানসিক চাপ এবং দুঃখের উৎস হয়ে উঠেছে, কারণ তারা মহান আল্লাহকে ভুলে গেছে, যিনি তাদের সাফল্য দিয়েছেন। অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124:

*"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।"*

যারা ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের সর্বদা মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা উচিত কারণ এটি অনৈতিকতার দিকে পরিচালিত করে এবং অমরত্ব জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে এবং কাজ করতে থাকবে যতক্ষণ না তারা মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে একটি মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়। জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

# আর্থিক লেনদেন - 3

জামে আত তিরমিযী, 2482 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে নির্মাণে ব্যয় করা সম্পদ ব্যতীত সমস্ত বৈধ ব্যয় মহান আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভ করে।

এর মধ্যে হালাল জিনিসের উপর সমস্ত ব্যয় অন্তর্ভুক্ত যা অতিরিক্ত, অপব্যয় বা বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত। নির্মাণে ব্যয় করা যা প্রয়োজন তা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে যে নির্মাণ প্রয়োজন তার বাইরে। এটি অপছন্দ করা হয় কারণ নির্মাণে ব্যয় করা সহজে অপচয় এবং অযৌক্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি নির্মাণে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তার দাতব্য দান এবং মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যয় করার সম্ভাবনা কম। এছাড়াও এই আচরণটি প্রায়শই একজন মুসলিমকে দীর্ঘ জীবনের আশা গ্রহণ করতে উত্সাহিত করে, কারণ যে বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবীতে তাদের অবস্থান অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করার জন্য শক্তি এবং সম্পদ নষ্ট করবে না। দীর্ঘ জীবনের জন্য একজনের আশা যত বেশি, তারা তত কম ধার্মিক কাজ করবে এই বিশ্বাসে যে তারা ভবিষ্যতে সবসময় ভাল কাজ করতে পারবে। এটি একজনকে আন্তরিক অনুতাপকে বিলম্বিত করে এই বিশ্বাস করে যে তারা সর্বদা ভবিষ্যতে ভালর জন্য পরিবর্তন করতে পারে। অবশেষে, এটি এই পৃথিবীতে তাদের দীর্ঘস্থায়ী থাকার জন্য আরও আরামদায়ক জীবন তৈরি করার জন্য বিশ্বের জন্য আরও প্রচেষ্টা উৎসর্গ করে।

অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া একজনের সময় ব্যয় করে যা তাদের চরম ক্লান্তি থেকে স্বেচ্ছায় সৎ কাজ যেমন রোজা এবং স্বেচ্ছায় রাতের প্রার্থনা করতে বাধা দেয়। এটি তাদের ইসলামিক জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করার প্রচেষ্টা থেকেও বাধা দেয়।

অবশেষে, বাস্তবে, অপ্রয়োজনীয় নির্মাণে অংশ নেওয়া কখনই শেষ হয় না। অর্থ, যে মুহুর্তে একজন ব্যক্তি তাদের বাড়ির একটি অংশ সম্পূর্ণ করে তারা পরবর্তীতে চলে যায় যতক্ষণ না চক্রটি পুনরাবৃত্তি হয়।

অতএব, মুসলমানদের উচিত সমস্ত জিনিসের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলা উচিত, কেবল নির্মাণ নয়, যাতে তারা এই নেতিবাচক পরিণতিগুলি এড়াতে পারে।

# আর্থিক লেনদেন - 4

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময় কিছু লোকের মনোভাব নিয়ে রিপোর্ট করেছে। একজন সত্যিকারের মুসলমানের আচরণ কার্যত প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা দেখানো মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটা স্পষ্ট যে সারা বিশ্বে অনেক মানুষ ভাইরাসের কারণে আর্থিক অসুবিধার মতো সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অতএব, একজন মুসলমানের কখনই এই অসুবিধাগুলির সুযোগ নেওয়া উচিত নয়, যেমন তাদের পণ্যের দাম বাড়ানো, লোকেরা মরিয়া জেনে। অথবা তাদের কর্মচারীদের মজুরি কমিয়ে, তারা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন তার কারণে তারা এই আচরণ সহ্য করবে জেনে। একজন মুসলমানকে তাদের ইসলামিক পোশাকের মাধ্যমে নয় বরং তাদের আচরণের মাধ্যমে চিনতে পারা মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক। এর মাধ্যমে ইসলামের মাহাত্ম্য মানুষকে চিনতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, সহীহ বুখারী, 2079 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন মুসলমান কোন কিছু বিক্রি করে তার ক্রয় করার পূর্বে ক্রেতার কাছে তার ত্রুটিগুলো প্রকাশ করা উচিত, কারণ মিথ্যা বললে তা দূর হবে। মহান আল্লাহর আশীর্বাদ। তাই মুসলমানদের কখনই অন্যদের অসুবিধার সুযোগ নেওয়া উচিত নয় বিশেষ করে, ব্যাপক অসুবিধা এবং চাপের সময়ে। যদি কিছু হয়, মুসলিমদের উচিত অন্যদের জন্য যেকোন ধরনের সাহায্যের প্রস্তাব দিয়ে সহজ করে তোলা। যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকবে ততক্ষণ মহান আল্লাহ তায়ালা তাদের সমর্থন করতে থাকবেন। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4893 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। যিনি মহান আল্লাহর সমর্থন লাভ করেন, তিনি দুনিয়াতে বা পরকালে ব্যর্থ হতে পারেন না। কিন্তু যে অন্যের অসুবিধার সুযোগ নেয় সে হয়ত দেখতে পাবে যে তারা এই দুনিয়া ও পরকালের জন্য তাদের নিজস্ব যন্ত্রের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এটি শুধুমাত্র এই পৃথিবীতে মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যাবে, কারণ এই

মনোভাবের মাধ্যমে তারা যে জিনিসগুলি অর্জন করে তা তাদের জন্য চাপের উত্স হয়ে উঠবে এবং এটি পরবর্তী বিশ্বে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, এমনকি যদি এটি একজন ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট না হয়। বিশ্ব

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

# ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক:
https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

## অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন:
https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

